দৈনিক ইনকিলাব
.... 178
তারিখ 20 MAR 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম 1 ...

একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি যে জাতির বা গোষ্ঠীর জীবনধারার প্রতিচ্ছবি। গোটা জাতির আগামী লুকিয়ে থাকে তার শিক্ষাঙ্গনসমূহের চার দেয়ালের ভেতর। সময় যেমন বহমান নদীর মতো। জীবন যেমন প্রবাহিত স্রোতস্বিনী ... ঠিক ... তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতিও আবর্তন-বিবর্তনের জিনঞ্জিরে বাঁধা। একটি শিক্ষা ব্যবস্থা বা পাঠ্যক্রমকে অপরিবর্তিত বা চূড়ান্ত বলে ঘোষণা দেয়া তেমনি অসম্ভব যেমন কোন একটা

ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ও সংস্কার

প্রজন্মকে পৃথিবীর স্থায়ী বাসিন্দা বলে দাবী করা। কালের আবর্তে মানুষ বদলায়। বদল হয় সভ্যতার। তেমনি শিক্ষার পরিবেশ-পদ্ধতিও দ্রুত বদলে যায়। দুনিয়ার দেশে দেশেই এ পরিবর্তন অহরহ ঘটছে।

ইসলামী শরীয়তের যে সমস্ত বিষয়াদী মৌলিক বিশ্বাস বা প্রাকৃতিক অলংঘনীয় বিধান, এছাড়া সুন্নাতুল্লাহ্ বা খোদায়ী মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত, সেসব ছাড়া বাকী সব ব্যাপারই পরিবর্তনশীল। এ ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ আজকের বিশ্বে বিশেষতঃ উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষাঙ্গনসমূহ এবং শিক্ষাবিদরা দীনী শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচীর ব্যাপারে জড়তা বা রক্ষণশীলতার রোগে আক্রান্ত। অথচ ইসলাম একটি চিরন্তন মানবধর্ম। সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দীন। সুতরাং সময়ের সাথে খাপ না খেয়ে, যুগের চাহিদা পূরণে এগিয়ে না এসে ইসলাম কিভাবে সার্বজনীন ও সর্বকালীন হতে পারে? এ প্রসংগ নিয়েই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোকপাত করার ইচ্ছে রাখি।

প্রথমতঃ আমাদের জানতে হবে যে, ইসলামী শিক্ষা নীতি একই সময়ে, একই বৈঠকে বা গুটিকতক ব্যক্তিগঠিত কমিশনে রূপলাভ করেনি। সময়ের চাহিদানুযায়ী, পরিবেশের প্রয়োজনে, বহু বছরে এটি সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রমের রূপপরিগ্রহ করেছিল। আজকের বিশ্বে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত বিষয়বস্তু বা পাঠ্যকিতাব, বর্তমান পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে বহু শতাব্দী লেগেছে। সাহাবা, তাবেয়ীনদের যুগের পরেই ইসলামী শিক্ষার সত্যিকার তুলনামূলকভাবে বেশী শিক্ষা-সংস্কার সাধন করেছে। তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তফসীর, হাদীস, উসূল, ফিকাহ, আদব, নাহু, ছরফ-এর পাশে রয়েছে আকীদা ও ইলাহিয়্যাত-সীরাত ও তাওয়ারিখ। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিশ্বের সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাও তারা দিচ্ছে নতুন প্রজন্মকে। আর শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বিদেশী শিক্ষাঙ্গনে গমনের সুযোগ সংকোচন করার প্রয়াস চলছে। আল-আযহার, কাইরাওয়ান বেনগাজী, উম্মুল কু'রা, মদীনা, ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ, রিয়াদ,

উবায়দুর রহমান খান নদভী

কাতার, বাগদাদ,—কোম ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা মোটামুটি আধুনিক এবং পরিশীলিত। সংস্কারের কাঁচি চালানো হয়েছে এসবের উপর চলতি শতকের বিভিন্ন সময়। এখনও চলছে।

কিন্তু পাক-ভারত-বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষাঙ্গনসমূহ আজো রয়েছে মধ্যযুগীয় প্রাচীন বিশ্বে। এগিয়ে যাওয়া মানব সভ্যতার সাথে কদম মিলানোর কথা এসব বিদ্যাপীঠের কর্ণধাররা ভাবছেনও না। যুগের বিবর্তনে জন্ম নেয়া নতুন সমস্যা ও এর মানবগড়া অপূর্ণাংগ বা ক্ষতিকর সমাধান যখন গোটা দুনিয়াকে গিলে ফেলছে তখন ইসলামী শিক্ষাবিদরা সেই ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি বুকে চেপে রেখে, বরকত হাসিল করছেন পূর্বসূরীদের। অথচ তারা খবর রাখেন না যে, তাদের পূর্বসূরিরাই ছিলেন সময়ের সাথী এবং সমকালীন সমস্যার সমাধানদাতা। সর্বাধুনিক চিন্তাশীল।

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় যা এতে নব-উদ্ভাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সংযোজন তো আর ইসলাম নিষেধ করেনি। আর গোটা তেরশ' বছরের ইতিহাসে ইসলামী শিক্ষার ধারাও পরিবর্তিত হয়েই এসেছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক সত্য হলো এই যে, ইসলামের বয়সে সবচে বেশী ঝড়ের মুকাবিলা 'ইসলাম' যে শতকে করেছে। যে শতাব্দীতেই এর শিক্ষা-বিজ্ঞান ও চেতনার জগতে বেশী প্রাণচাঞ্চল্যের প্রয়োজন ছিল। সে শতাব্দীটাই ছিলো ইতিহাসের রেকর্ড পরিমাণ অথর্ব, জড় ও নিষ্প্রাণ-নিষ্প্রভ।

গণতন্ত্রের উত্থান, ইউরোপে সংঘটিত নারী, শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও সারা দুনিয়া জুড়ে গরীব, মেহনতী ও শ্রমজীবী, নিপীড়িত মানব গোষ্ঠীর স্বভাবসিদ্ধ জাগরণ ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বহুবিধ মতাদর্শ ও পথদর্শন যখন মুসলিম বিশ্বের যুব মানসকে গ্রাস করছিলো আজদাহার মতো। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর চাতুরিপূর্ণ বিচার, প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন আজাদীপ্রাপ্ত মানুষ ও গোলামীর আশ্রয় খুঁজছিলো তখন এ দেশে তথা সারা উপমহাদেশে প্রয়োজন ছিলো একটি শিক্ষা বিপ্লবের। ১৭৫৭-র পর ১৭৬০—১৮৫৭ পর্যন্ত চালানো আন্দোলন, বিদ্রোহ, সশস্ত্র সংগ্রাম ইত্যাদির সম্পূরক শিক্ষা বিপ্লব, ১৮৬৬-তে স্থাপিত দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করে আরেকটি পরিবর্তনের! আরেকটি বিস্ফোরণের!! কিন্তু ইসলামী শিক্ষাবিদেরা ছিলেন তখন পূর্বসূরিদের মিথ্যে-প্রীতির [illegible]

শ্রেণীর। কিন্তু আজ আমরা কি দেখতে পাই? সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের অনুসারী হিসেবে পরিচিত কওমী মাদ্রাসাসমূহের বর্তমান পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গণিত, ভাষা, সাহিত্যের তো মরণদশা আছেই, এছাড়া খোদ মৌলিক দীনী শিক্ষাও অসম্পূর্ণ ও অসমভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। যেমন, তরজমায়ে কুরআন ছাড়া তফসীর বলতে শুধু জালালাইন শরীফ পড়ানো হয়। যার ব্যাখ্যা অংশ মূল কুরআনের আয়াত হতে কম বৈ বেশী নয়। আর 'বায়যাভী' পড়ানো হয় মাত্র এক পারা। রাসূল (সাঃ)-এর জীবনী বলতে, মুফতী শফী (রাঃ)-এর অতি সংক্ষিপ্ত বই 'সীরাতে খাতিমুল আম্বীয়া'। বাকী সাবজেক্টসমূহও তথৈবচ।

প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অসম্ভব, সুতরাং এসব বিষয়ে দেশের সচেতন শিক্ষাবিদদের আরো সু-চিন্তিত মতামত আমরা আশা করি। এবং সমস্ত সমাজ-সচেতন উলামা ও বুদ্ধিজীবীদের দাওয়াত জানাই আরো চিন্তা, গবেষণা ও কর্ম-সাধনার। কারণ শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

বিস্তার ঘটে। এবং মুসলি[m] শিক্ষাবিজ্ঞানীরা তাদের কর্মে চর[ম] উৎকর্ষতা লাভ করেন।

আজকের ইসলামী শিক্ষানীতিতে যেস[ব] বিষয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থা[কে] তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলোঃ কুরআন, তফসী[র] হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী কানুন, ব[ণি]... বিষয়াবীর মূলনীতি, উসূল, আর[বী] সাহিত্য, ব্যাকরণ ছরফ, অলংকার শা[স্ত্র] প্রাচীন দর্শন ও মানতিক, সীরত এ[বং] ইতিহাস। এসবের পাশাপাশি দেশ[ীয়] ভাষার সাহিত্য ব্যাকরণ শি[ক্ষা] আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংলি[শ] আধুনিক গণিত ও বিজ্ঞানও অনেকা[ংশে] শিক্ষা দেয়া হয়।

ঔপনিবেশিক আমলের চাপিয়ে [দেয়া] দেশীয় জলবায়ুর সাথে সামঞ্জস্যবি[হীন] কেরানী তৈরীর শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত প[...] উপড়ে দিয়ে বিশ্বের যেসব মুসলিম [...] স্বাধীন-সচেতন জাতির জন্যে নিজে[দের] আকীদা করতে বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতি[হ্য] সভ্যতা, সংস্কৃতির আলোকে র[...] শিক্ষানীতি চালু করতে সক্ষম হ[...] তাদের এবং উপমহাদেশের ইস[লামী] শিক্ষাঙ্গনসমূহের মধ্যকার ফারাক [...] দূরত্ব লক্ষণীয়। বিশাল পার্থক্য।

সউদী আরব, উপসাগরীয় আরব ভূ[...] মিসর, লিবিয়া এবং ই[...]

তারিখ 20 MAR 1988 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম 1 ...
দৈনিক ইনকিলাব

হয়নি তা যদি পরবর্তী যুগের উলামা ও মাহেরীনে তা'লীম না করতেন তবে আজ আমরা শুধুমাত্র পাক কুরআন ছাড়া আর কোন ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারই পেতাম না। হাদীস সংকলনে ইমাম বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, মালিক বিন আনাস, তিরমিযী, নাসায়ী, ত্বাহাবী, ইবনে মাজাহ্, মুহাম্মদসহ আগে পরের অগণিত হাদীস বেত্তারা জীবন উৎসর্গ করতেন না। কারণ তাদের আকাবিরীন এ কাজ করে যাননি। নহু, ছরফ, বালাগাত-এর উদ্ভাবন হতো না। কুরআন শরীফে হরকত বা যের, যবর, পেশ লাগানোর মতো নতুন উদ্যোগ নিতেন না হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আসসাকাফী। ইলমে ফিকাহ্-ফতওয়ার উৎকর্ষ সাধনে জীবন কুরবান করতেন না আইম্মামে কিরাম। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মালিক বিন আনাস, আবু হানিফা আন-নুমান, শাফেয়ী, আবু-ইউসুফ, মুহাম্মদ এবং যুফার, ইজতেহাদের ময়দানে শাহ সওয়ারী করতেন না। কারণ এটাতো তখন ছিলো অভূতপূর্ব কাজ। সীরাত ও মাগাযীর ক্ষেত্রে ইবনে ইসহাক, ওয়াকেদী, ত্বাবারী, ইবনে হিশাম, ইবনে খালদুনরা তাঁদের শ্রম ব্যয় করতেন না। মূলতঃ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুরোটাই তো কুরআন-নির্ভর ও হাদীস-সীরাতুন্নবী-কেন্দ্রিক। তাই বলে [...] আকাবিরের হাতের ছোঁয়াপ্রাপ্ত পাঠ্যসূচী তারা বাদ দিতে নারাজ। যায় যদি যাক প্রাণ তবু বাদ দেবো না ঐ আবশ্যকতা ফুড়িয়ে যাওয়া, মধ্যযুগীয় কিছু কেতাব।

কুরআন, হাদীস ছাড়া বাকী সবধরনের সাবজেক্টই সময়ের সাথে তাল মিলাতে বাধ্য। আর সময় তাল মেলাতে প্রাকৃতিক অলংঘনীয় বিধি-বিধান "আল-ইসলামের" সাথে। ধরুন, ব্যাংকের জন্ম হওয়ার আগে সংকলিত ইসলামী শরীয়তের অর্থনীতিবিষয়ক গ্রন্থাবলীতে খুঁজলে কি সুদী বা সুদবিহীন ব্যাংক সম্পর্কিত কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে?

অবশ্যই পাওয়া যাবে না। সুতরাং বাধ্য হয়েই নতুন সিস্টেমকে সামনে রেখে, ইসলামী অর্থনীতির আলোকে ব্যাংক-বীমার বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। আর এ জন্য চাই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্ম দেয়া, সভ্যতার উপকরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা এর ইসলামী ব্যাখ্যা দিতে প্রয়োজন, বিজ্ঞান শিক্ষা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে এর পৃষ্ঠপোষকতা এবং পথ-নির্দেশনা। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ইসলামকে কায়েম করতে হলে প্রয়োজন প্রতি ক্ষেত্রে পদচারণাকারী একদল দীনদার শিক্ষিত